MAY 1 0 2002

দৈনিক সংবাদ

স
ম্পা
দ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার সমর্থকদের তাণ্ডব

বর্তমানে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠনগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জোট সরকারের প্রধান শরিক দল বিএনপি ও জামাতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল ও শিবিরের দোর্দণ্ড প্রতাপের কারণে অন্য ছাত্রসংগঠনগুলোর অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। হামলা-আক্রমণ, দমন-পীড়ন-নির্যাতন-হুমকির মাধ্যমে সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠন দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিরোধী ছাত্রসংগঠনগুলোকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিপক্ষশূন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে দ্বন্দ্ব-সংঘাতহীন শান্তিপূর্ণ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হওয়ার কথা। কিন্তু না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জোট সরকার সমর্থক শরিক ছাত্রসংগঠনগুলো এখন নিজেরাই হানাহানি-সন্ত্রাস শুরু করেছে। উপদলীয় কোন্দলে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র-গুলি-বোমার যথেচ্ছ ব্যবহারে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নরক বানিয়ে ফেলেছে। প্রতিপক্ষ দমনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনরা কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও নিজ দলের মধ্যে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসীদের দমনের ব্যাপারে সীমাহীন অনাগ্রহ প্রদর্শন করছে। দেশে জোট সমর্থকদের যাবতীয় অপকর্ম, এমনকি নারকীয় সন্ত্রাসকে পর্যন্ত জায়েজ মনে করা হচ্ছে কিনা— এখন এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

চাঁদাবাজি ও হল দখলকে কেন্দ্র করে অব্যাহত উত্তেজনার পর গত সোমবার গভীর রাতে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদলের বিবদমান ২ গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ ও ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ গত মঙ্গলবার ভোর রাতে ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত পিংকু হোস্টেলে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে এক ক্যাডার নেতাসহ ৩ জনকে গ্রেফতার এবং বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের শাস্তি হবে কিনা সে প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ছাত্রদলের বিবদমান ২ গ্রুপের কোন্দলের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই ক্যাম্পাসে উত্তেজনা চলছে। পালটাপালটি চাঁদাবাজির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৩রা মে অ্যাকাডেমিক কমিটির এক জরুরি সভা ডাকে এবং কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ ছাড়াই সভা শেষ হয়। শাসকদলের সমর্থকরা গুরুতর অন্যায় করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে সম্ভবত কলেজ কর্তৃপক্ষও ভয় পান। তা না হলে সুস্পষ্ট অভিযোগের পরও ছাত্র নামধারী এসব ক্যাডার পার পায় কিভাবে? ওদিকে চট্টগ্রাম বিআইটিতে জোট সরকার সমর্থক দুই ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে গত সোমবার দফায় দফায় ধাওয়া-পালটা ধাওয়া এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। একটি আবাসিক হলের অভ্যন্তরে ভাঙচুরও হয়েছে। এ ঘটনায় ৩ জন গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছে অন্তত ৭ জন। সংঘর্ষের পর কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিআইটি বন্ধ ঘোষণা করেছেন। গত সপ্তাহে রাজধানীর তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে একজন নিরীহ ছাত্র নিহত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ বাধে এবং শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।

দেখা যাচ্ছে, মূলত শাসকদলের শরিক সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির শিক্ষাঙ্গনে সংঘাত-সংঘর্ষের জন্য দায়ী। আবার অনেকক্ষেত্রে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্ব থেকে সৃষ্ট এসব হানাহানিতে মারাত্মক সব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ এসবের প্রতিকারের ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যেমন নীরব, রাজনৈতিক দল, প্রশাসনও সমানরকম উদাসীন। শাসকরা যদি নিজেদের ঘর সামলাতে না পারে, নিজেদের সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তবে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ লজ্জা ও গ্লানি শাসককুলকে কি একটুও স্পর্শ করে না?